Chemical Management Purchase Policy & Procedure

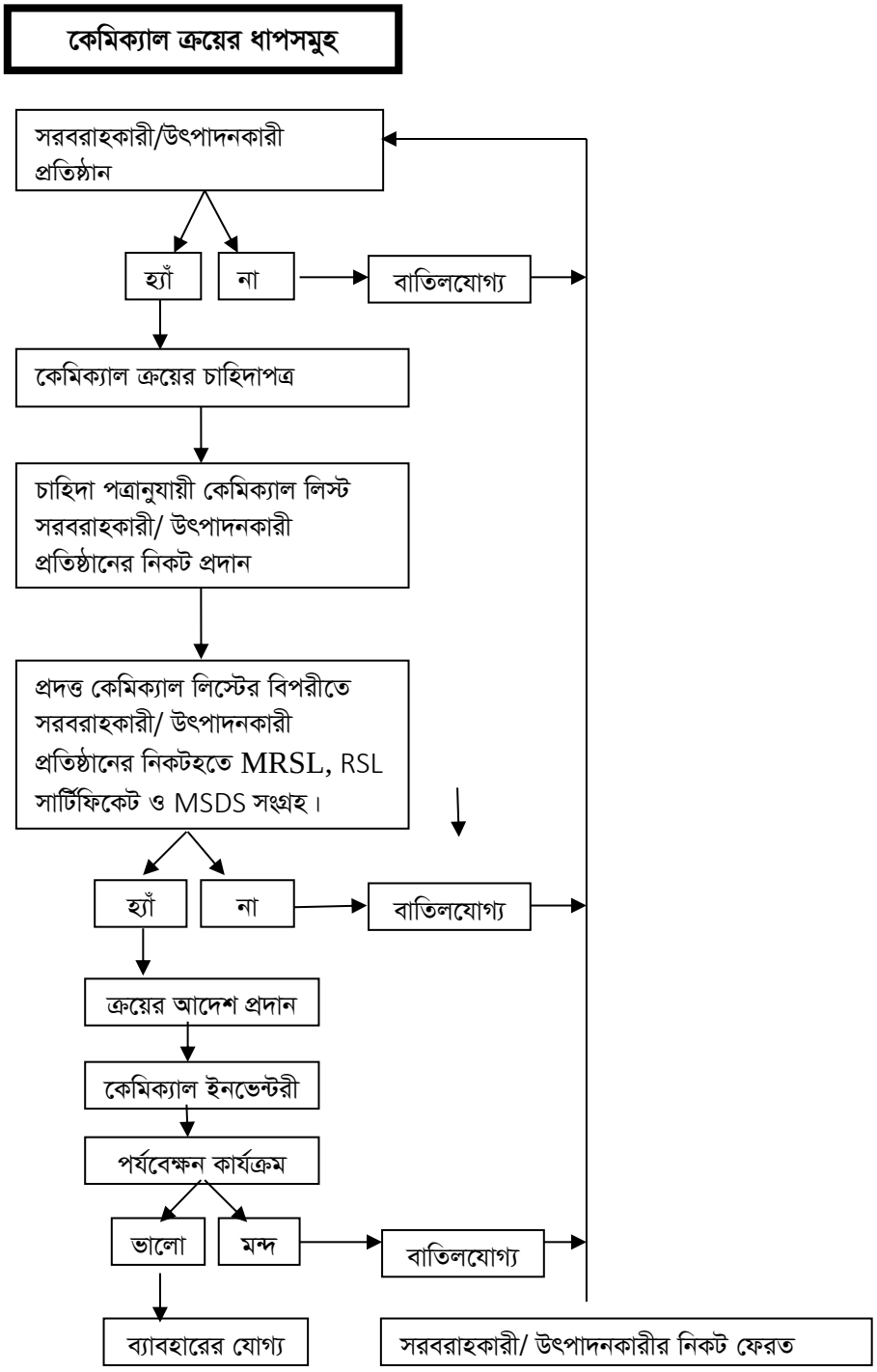

কেমিক্যাল গুদামজাতকরন, ব্যবহার এবং পরিচালন নীতিঃ

কার্য প্রক্রিয়া এবং ব্যবহারিক কাজের কেমিক্যালের দ্বারা আমাদের নিয়োগকর্মী ও পরিবেশের সর্বনিম্ন ক্ষতি করাই আমাদের লক্ষ্য/নীতি।

বৈধ চাহিদা

⇨ সনাক্তকরন, লেবেলিং ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যাবলী শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত সতর্কতামূলক তথ্যে বলা থাকবে।

⇨কেমিক্যাল নিয়ে নিরাপত্তার সাথে কাজ করার বিষয়ে নিয়োগ কর্মীদের অবশ্যই প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং প্রশিক্ষনের বিষয়গুলো অবশ্যই লিপিবদ্ধ থাকবে।

⇨ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ।

কারখানা আইনে শ্রমিকদের কর্তব্য

⇨ কোন অন্যায়/অপব্যবহার প্রয়োগ করা যাবে না।

⇨ নিজকে বা অন্যকে বিপন্ন করে কোন কিছু করা যাবে না।

⇨ নিয়োগকর্মীদের স্বাস্থ্যগত ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা করা যাবে না।

⇨ স্বাস্থ্যগত পরীক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

সনাক্তকরন ও লেবেলিং

⇨ সমস্ত কেমিক্যালের পাত্রের গায়ে অবশ্যই উৎপাদকের বা সরবরাহকারীর নাম এবং ঠিকানা সম্বলিত লেবেল লাগাতে হবে এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির ব্যবহারের নির্দেশ থাকবে।

⇨ লেবেলের উপর নির্দেশিত তথ্যাদি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা সমস্ত নিয়োগকর্মীর জানা উচিত।

⇨ কোন সুপারভাইজারের চেকবিহীন এবং লেবেলহীন পাত্র ব্যবহার করা যাবে না।

গুদামজাতকরণ

⇨ গুদাম ঘরে পর্যাপ্ত আলো, বাতাসসহ শুষ্ক ও ঠান্ডা হওয়া উচিত।

⇨ তাপ এবং আগুন বা বিষ্ফোরনের উৎস হতে গুদামঘর দূরে থাকবে।

⇨ কেমিক্যালের গুদামঘরে অবশ্যই ঢাকনা থাকবে (ছাদ থাকবে) এবং খোলা জায়গায় কেমিক্যালের গুদামঘর থাকবে না।

⇨ সহজে দাহ্যকৃত কেমিক্যালের পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে এবং আগুনের উৎস থেকে দূরে রাখতে হবে।

⇨ বিপরীত গুনধর্মী কেমিক্যাল অবশ্যই পৃথক পৃথকভাবে রাখতে হবে।

⇨ অন্য কোন কেমিক্যাল দ্বারা খালি পাত্র ভর্তি করা যাবে না এবং ব্যবহৃত খালি কেমিক্যালের পাত্র যেটি আগে খালি হবে সেটি আগে বাহিরে যাবে।

⇨ কেমিক্যালের ষ্টোর অবশ্যই দ্বিতীয় প্রকোষ্ট দ্বারা বেষ্টিত করতে হবে যাহার ধারন ক্ষমতা হবে সংরক্ষিত কেমিক্যালের ১১০%।

⇨ ধুমপান ও পানাহার নিষিদ্ধ সম্বলিত চিহ্ন (লিখিত আকারে ও প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত) কেমিক্যালের গুদামঘরে এবং কেমিক্যাল ব্যবহৃত স্থানে টানানো থাকবে।

সাধারণ

⇨ নিয়োগ কর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি (PPE) ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং বিপজ্জনক কেমিক্যাল সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলতে হবে।

⇨ খাওয়ার পূর্বে হাত ধোবে এবং হাত পরিষ্কার করার জন্য কোন প্রকার সলভেন্ট ব্যবহার না করে সাবান ব্যবহার করবে।

⇨ অতি দ্রুত দূষিত কাপড় খুলে ফেলতে হবে।

⇨ ব্যক্তিগত কাজের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্র হতে কখনই কেমিক্যাল নিয়ে যাবে না।

বিপদজনক/অবিপদজনক পদার্থ চিহ্নিতকরণ এবং নাড়াচাড়া পদ্ধতিঃ

☞ প্রথমেই বিপদজনক এবং অবিপদজনক বর্জ্য চিহ্নিত করিতে হইবে।

☞ দায়িত্বশীল ব্যক্তি দ্বারা স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ হইতে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে বিপদজনক এবং অবিপদজনক বর্জ্য পদার্থ আলাদা আলাদা সীমাবদ্ধ স্থানে রাখিতে হইবে।

☞ সমস্ত কেমিক্যাল কন্টেইনার পরিষ্কার করিবার সময় নিয়ম মাফিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক হ্যান্ড গ্লোভস, গামবুট, মাস্ক, গগলস প্রভৃতি পরিধান করিতে হইবে এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি দ্বারা নির্ধারিত স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে।

☞ খালি রাসায়নিক কন্টেইনার অবশ্যই লাইসেন্স প্রাপ্ত ঠিকাদারগণ ব্যতীত অন্য কেহ নিতে পারিবে না।

☞ খালি কন্টেইনারে আসল কন্টেইনারের ন্যায় অন্য বস্তু দ্বারা ভরা যাইবে না।

☞ ব্যবহৃত তৈল ছিদ্রবিহীন পাত্রে ঢালাই করা মেঝের উপর নির্দিষ্ট জায়গায় রাখিতে হইবে। ঢালাই মেঝে মাটির সাথে এমন প্রতিবন্ধকতা রাখিতে হইবে যেন কোন কারণে দুর্ঘটনায় পতিত না হয়।

☞ খোলা রৌদ্রে ব্যবহৃত তৈল রাখা যাইবে না।
☞ ব্যবহৃত টিউবলাইট ভালভাবে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করিতে হইবে যেন ভেঙ্গে না যায়। কারণ টিউবলাইটের ভিতরের ব্যবহৃত গ্যাস বিপদজনক।
☞ কোন কারণে স্বাস্থ্যের ক্ষতির সম্মুখীন হইলে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হইতে হইবে।
☞ শুষ্ক বর্জ্য ব্যাগে ভরিয়া রাখিতে হইবে।
☞ শুষ্ক বর্জ্য বাতাস কিংবা বৃষ্টির পানিতে যেন অন্যত্র চলিয়া না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে।
☞বর্জ্যের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট খাতায় রেকর্ড করিয়া রাখিতে হইবে। রেজিষ্টারে বর্জ্যের প্রকার, ওজন/আয়তন এবং বর্জ্যে পানির পরিমাণ উল্লেখ থাকিতে হইবে।
☞ ষ্টোরেজ এলাকায় বিপদজনক চিহ্ন এবং বিপদজনক বর্জ্য ফেলানো এলাকা চিহ্নিত করিতে হইবে।
☞ ষ্টোরেজ এলাকা দেয়াল ঘেরা থাকিতে হইবে।

তদারকি কমিটির অর্গানোগ্রাম ঃ

রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ, ব্যবহার, সংরক্ষন, অপসারননীতিমালা ও পদ্ধতি "নিম্নোক্ত চার্টে বর্নিত দায়ীত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা বাস্তবায়ন ও তদারকি করে থাকে।

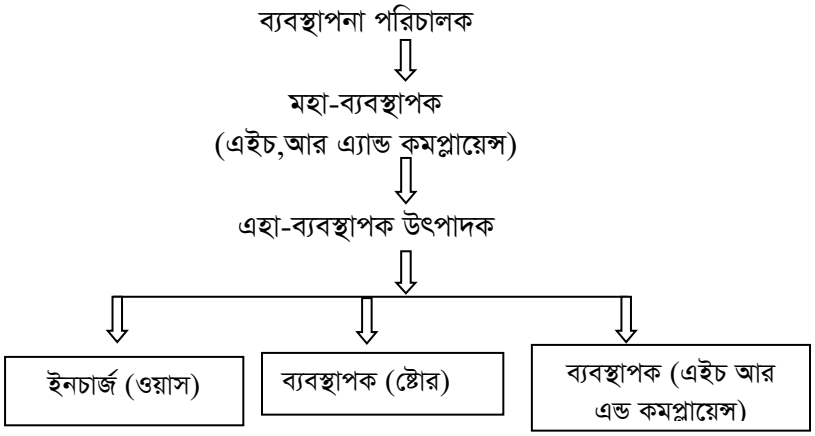

দায়ীত্ব ও কর্তব্য সমূহ ঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃ নিষেধাজ্ঞাআরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান ও সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের নির্দেশ প্রদানকরবেন।

মহা-ব্যবস্থাপক (এইচ, আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স)ঃ বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক ক্রয় ও ব্যবহার না করা এবং প্রশিক্ষন ও অপসারণের বিষয়ে নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন।

মহা-ব্যবস্থাপক উৎপাদক ঃ ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যেও তালিকা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন। রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহের সাথে জরিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য যাতে কারখানায় সরবরাহ না করে সে ব্যাপারে অবগত করবেন। রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তাবৃন্দদেরকে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য রিকিউজিশননা দেওয়ার জন্য অবগত করা।

ওয়াস- ইনচার্জ ঃ বায়ারকর্তৃক নিষেধাজ্ঞাআরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করার জন্য পদাধিকারী ।

ব্যবস্থাপক (স্টোর)ঃ নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য মজুত না করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

মানবসম্পদ বিভাগঃ বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞ াআরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করা সম্পর্কে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যাবহার না করার জন্য অবগত করে থাকেন।